OPEN ACCESS
IF 8.111

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 129*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1040 - 1045*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 1040 - 1045*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# ভারতের সমাজ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আন্তঃসম্পর্ক : একটি পর্যালোচনা

প্রদীপ কর্মকার
গবেষক, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিভাগ
বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
এবং
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার - ১, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
শৈলজানন্দ ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, খয়রাশোল, বীরভুম
Email ID: pradipkarmakar311@gmail.com
iD 0009-0008-2197-7781

***Received Date*** *30. 03. 2026*
***Selection Date*** *07. 04. 2026*

***Keyword***
*Pluralism, Political Culture, Democracy, Social Inequality, Political System.*

***Abstract***
*Indian society, political culture and the political system together form a complex and interdependent structure. The country's multidimensional social diversity such as religion, language, caste and class deeply influences its political culture. This culture plays a crucial role in shaping citizens' political behavior, patterns of participation, and their attitudes toward the state and governance. India's political system is based on a constitutional democratic framework that reflects the principles of secularism, unity and equality. However, social inequalities, particularly those based on caste and economic status, limit the effectiveness of this system. The political culture in India reflects democratic values, tolerance and pluralism; on the other hand, it also shows tendencies of identity-based politics, party loyalty and patronage. The relationship among these three elements is reciprocal in nature. For example, policies such as reservation and welfare programs have played a significant role in promoting social justice. Political culture essentially reflects citizens perceptions and trust toward the state, government and political institutions. India's political system, rooted in the Constitution, emphasizes the rule of law, fundamental rights and electoral processes as key components. Yet, internal social inequalities especially those based on caste, gender and economic status affect its functioning and sometimes hinder the realization of democratic ideals. Therefore, a critical analysis of the interrelationship among society, political culture and the political system is essential for a comprehensive understanding of Indian democracy.*

## Discussion

**ভূমিকা :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে একদিকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভাঙন এবং অন্যদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তনের এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি চিরাচরিত আস্থা এবং তার সর্বজনীন আবেদন এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়। এই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য পশ্চিমি তাত্ত্বিকেরা যে নতুন বিশ্লেষণ ধারার সূত্রপাত করেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিষয়ক বিশ্লেষণ সেই ধারারই অঙ্গ। যেকোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মনোভাব, প্রবণতা, অনুভূতি, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধ বর্তমান থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ব্যক্তি-মানুষের এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, অনুভূতি ও প্রবণতার সমন্বয়কে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা হয়। লুসিয়ান পাই রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে রাজনীতির মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যক্তিগত মাত্রাবোধের সমষ্টিরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কতকগুলি মনোভাব, বিশ্বাস ও অনুভূতির সমষ্টিকে বোঝায়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পদ্ধতি এর মাধ্যমে সুশৃঙ্খল ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার যে সমস্ত অনুমান ও বিধি-নিয়মের দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তাও এর থেকে উৎসারিত হয়। রাজনৈতিক আদর্শ এবং রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালনা সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি প্রভৃতি রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। লুসিয়ান পাই-এর মতে, রাজনৈতিক সংস্কৃতির উৎস নিহিত থাকে রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে। সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেমন সাধারণ সংস্কৃতির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তেমনি রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্থান গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :**

১. ভারতের সমাজ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা।
২. সামাজিক বৈচিত্র্য কীভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করে তা নিরূপণ করা।
৩. রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান, যেমন - অংশগ্রহণ, মূল্যবোধ, দলীয় আনুগত্য ও পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতায় কী ভূমিকা রাখে তা মূল্যায়ন করা।

**গবেষণার পদ্ধতি :** এই প্রবন্ধটি একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেকেন্ডারি ডাটা মেথড অনুসরণ করা হয়েছে, যেমন - বই, জার্নাল, ইন্টারনেট, সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিষয় ইত্যাদি।

**প্রকৃতি :** রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল সমাজের যাবতীয় রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান-ধারণা। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল-এর মতে, এই তিনটি স্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতির, - (১) জ্ঞানগত মূল্যায়ন (২) প্রভাবগত এবং (৩) দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান-ধারণার তিনটি স্তর আছে, যথা - জ্ঞানগত স্তর নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণার পরিমাণ অনুযায়ী। প্রভাবগত স্তর নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে জনসাধারণ কতটা গ্রহণ করছে এবং কতটা প্রত্যাখ্যান করছে তার মাত্রা অনুযায়ী। জনসাধারণ তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ ও মানসিকতা অনুযায়ী রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল্যায়নগত স্তর। উপরিউক্ত তিনটি স্তরে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তা সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অথবা ব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে গড়ে উঠতে পারে। কোনো দেশ বা জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে প্রধানত তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে, যথা— (১) অভিজ্ঞতা প্রসূত বিশ্বাস, (২) মূল্যবোধের অগ্রাধিকার এবং (৩) সংবেদনশীল মনোভাব। রাজনৈতিক বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিশ্বাসকে অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্বাস বলে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল।

**রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা :** রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যেকোনো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যেই সমকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি অনুকূল বা প্রতিকূল ধারা বর্তমান থাকতে দেখা যায়। ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেউ কেউ সমকালীন রাজনৈতিক কাঠামো ও কার্যাবলীকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেন, কেউ কেউ আবার ঐ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে আগ্রহী। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তার কাঠামো ও

কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ঐকমত্য থাকলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা শক্তিশালী ও স্থিতিশীল হয়ে থাকে। অপরপক্ষে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য থাকলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল হয়। স্মরণ রাখতে হবে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কোনো পূর্বনির্ধারিত বিষয় নয়। মানুষ জন্ম থেকেই কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জন্মায় না। সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাই ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত করে। ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে বলে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। অন্যভাবে বললে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় কেবলমাত্র রাজনৈতিক কাঠামোর দিক থেকে নয়; রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্যের ভিত্তিতেও এই পার্থক্য গড়ে ওঠে।[১]

**সমাজ জীবনে সংস্কৃতির ভূমিকা :** সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিমেয়। সংস্কৃতি ছাড়া কোনো গোষ্ঠী জীবনই সম্ভবপর হত না। সংস্কৃতি গোষ্ঠী-সদস্যদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, যৌন-জীবন প্রভৃতি বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট পরিমণ্ডল গড়ে তোলে এবং এইভাবে গোষ্ঠী-জীবনকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। বস্তুত সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সমাজ-জীবন 'নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, ঘৃণ্য, পাশবিক ও স্বল্পায়ু' হয়ে উঠত। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে 'আমরা বোধ' জাগরিত করে সংস্কৃতি সামাজিক জীবনকে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল করে তোলে। এইভাবে সংস্কৃতি সামাজিক ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করে। মানুষের অযৌক্তিক ও অসঙ্গত আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সংস্কৃতি গোষ্ঠী-জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। বস্তুত সংস্কৃতিই হল সামাজিক সংহতি রক্ষার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। সামাজিক সম্পর্ককে সঠিকভাবে পরিচালিত করে সংস্কৃতি সামাজিক বন্ধনকে অটুট রাখে। সংস্কৃতি মানুষের জ্ঞান-পিপাসা বাড়িয়ে তোলে এবং তার পরিতৃপ্তি ঘটাতে সাহায্য করে। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সৌন্দর্যবোধ, ন্যায়-নীতি বোধ, ধর্মবোধ প্রভৃতি সংস্কৃতির মাধ্যমে উজ্জীবিত হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটলে সমাজ-জীবনে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। সংস্কৃতি শুধু সামাজিক ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করে না, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তোলে। সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহাবস্থান প্রভৃতির ভিত্তিতে দেশে দেশে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক অবিশ্বাস, দ্বন্দু ও বিরোধের অবসান ঘটাতে সাহায্য করে এবং বিশ্বজুড়ে এক শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে।[২]

তবে সংস্কৃতির যে কোনো নেতিবাচক ভূমিকা নেই তা বলা চলে না। সহজভাবে বললে, সংস্কৃতি যেমন বিভিন্ন মানুষ, গোষ্ঠী, সমাজ ও দেশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে, তেমনি আবার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধও সৃষ্টি করতে পারে।

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে কেবল একধরনের সংস্কৃতি রয়েছে এমন নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ সংস্কৃতি রয়েছে; এমনকি একই দেশেরই মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সংস্কৃতি বা উপসংস্কৃতি বর্তমান থাকে। ভারতে যেমন বাঙালি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, অসমীয়া, উড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পৃথক পৃথক সংস্কৃতি রয়েছে। এই সংস্কৃতিগত বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করে এক ভারতীয় আর এক ভারতীয়ের সঙ্গে লড়াই করে এবং দেশকে সংকটের দিকে ঠেলে দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতি যেমন সামাজিক প্রগতির পথকে প্রশস্ত করে, তেমনি আবার কখনও কখনও সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।[৩]

**রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব :** রাজনৈতিক সংস্কৃতি এইসব মনস্তাত্ত্বিক উপাদানকে জানতে সাহায্য করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশের অধিবাসীদের রাজনৈতিক আচরণের ঝোঁক বা প্রবণতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে দেশবাসীর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোনো দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতার মান অনুধাবনে সাহায্য করে। রাজনৈতিক সচেতনতার মান আবার বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশের রাজনৈতিক সচেতনতার মাত্রা রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে ব্যক্তি ও

গোষ্ঠীর আচরণ ও ক্রিয়াকলাপের অযৌক্তিক এবং যুক্তিসংগত উপাদান অনুধাবন করা যায়। কোনো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সেই দেশের রাজনৈতিক বিকাশের ধরনকে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক অবক্ষয় ও অস্থিতিশীলতার মূল কারণও রাজনৈতিক শিক্ষার মধ্যে নিহিত। যে আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তার সংকট শুরু হলে রাজনৈতিক সংস্কৃতিও সংকটাপন্ন হয়। আর রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংকটের মধ্যে পড়লে রাজনৈতিক অবক্ষয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। সদ্য স্বাধীন ও অনগ্রসর দেশগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এইসব দেশের রাজনৈতিক বিকাশের পথে অন্তরায়গুলি কী, কিভাবে এই অন্তরায়গুলিকে অপসারণ করে দেশের বিকাশের পথকে নিষ্কণ্টক করা যায়, রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা সে বিষয়ে আলোকপাত করতে পারে।[৪]

**ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি :** রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে মূলত তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয় - (১) সংকীর্ণতাবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি, (২) অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং (৩) নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি। সংকীর্ণতাবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও জীবন সম্পর্কে তীব্র ঔদাসীন্য বা সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নাগরিকেরা রাজনৈতিক বিষয়ে সক্রিয় থাকে এবং নিজের নিজের অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে সজাগ থাকে। এখানে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রা গভীর হয়। নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণ পুরোমাত্রায় সজাগ থাকে, তবে তারা সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার কোনো চেষ্টা করে না। এখানে ব্যক্তি-মানুষ সম্পর্কে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মনোভাব আধিপত্যমূলক। এককথায় এখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবস্থার সম্পর্ক নিষ্ক্রিয়। ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এই তিন শ্রেণির কোনো একটির সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। ভারতে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, শ্রেণি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি রয়েছে। আকার-প্রকারের দিক থেকেও ভারতবর্ষ বিরাট। এখানে এক এক অঞ্চলের মানুষের এক এক রকম মানসিকতা, আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, বিশ্বাস, মূল্যবোধ। স্বাভাবিকভাবেই এখানে একপ্রকার মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এখানে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে। একদিকে শিল্পায়ন, নগরায়ণ, পাশ্চাত্যায়ন প্রক্রিয়া পুরোদমে চলছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটছে, পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। আবার অন্যদিকে জাতপাত, ধর্মীয় মৌলবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাষাভিত্তিক রাজনীতি প্রভৃতি সাবেকি বা ঐতিহ্যবাহী সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে পুরোমাত্রায় বর্তমান। স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেছে। ভারত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে। বড় বড় শিল্প, কলকারখানা গড়ে উঠেছে, রাস্তাঘাট, রেলপথ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। আবার একই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাও অব্যাহত রয়েছে। জাতপাতের প্রভাব, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিক আনুগত্য, বিচ্ছিন্নতাবাদ, রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণ, ভাষাগত মতান্ধতা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতাগুলি এখানে যথেষ্ট সক্রিয়। সাম্প্রদায়িক ও উপজাতীয়তাবাদী আনুগত্য রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। খালিস্তান, ঝাড়খণ্ড, গোর্খাল্যাণ্ড প্রভৃতি আন্দোলনের মাধ্যমে উপ-সংস্কৃতির একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হয়েছে। মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরামে উপজাতিভুক্তদের একাংশের আন্দোলন সংকীর্ণ উপজাতীয় আনুগত্যের চরম প্রকাশ। এসবই হল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য, আর এইসব বৈশিষ্টই বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এইসব বৈশিষ্ট্য ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে নি, তাই বুর্জোয়া শ্রেণিও এইসব সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উচ্ছেদের ব্যাপারে সচেষ্ট হবার কোনো তাগিদ অনুভব করে নি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কর্মসূচিতে ভারত রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র প্রসঙ্গে বলা হয়, ভারত হল বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া ও সামন্তপ্রভুদের শ্রেণিশাসনমূলক একটি সংস্থা। এরূপ রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে লালন-পালন করে। এখানকার বুর্জোয়া শ্রেণি একদিকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসরফা করে, অন্যদিকে জমিদারদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয়। এরূপ এক আর্থ-সামাজিক ভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাত, ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক মনোভাব ক্রমশই প্রাধান্য অর্জন করছে। ভারতীয় সমাজের ক্রমবিন্যস্ত কাঠামো, জাত-পাত ও ধর্মের ভিত্তিতে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার রাজনৈতিক দল গঠন, জন্মসূত্রে আরোপিত মর্যাদার অস্তিত্ব প্রভৃতি মধ্যে সমন্বয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দ্যোতক। এরই পাশাপাশি আধুনিক সমাজের বহু বৈশিষ্ট্য এখানে বর্তমান-যেমন বিজ্ঞান ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 129
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1040 - 1045
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রযুক্তির উন্নতি, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার, অবাধ নির্বাচন, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সংকীর্ণতাবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সচেতনা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইত্যাদি।[৫]

রুডলফ এবং রুডল্ফ তাঁদের 'Modernity of Tradition' - গ্রন্থে প্রায় একই কথাই বলেছেন। তাঁদের মতে, ভারত তার ঐতিহ্যকে বর্জন না করেই আধুনিকতার পথে এগিয়েছে। এই ঐতিহ্যের মধ্যে আধুনিকতার প্রসার ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে তাঁরা মন্তব্য করেন। ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল 'রাজনীতির ব্যক্তিকেন্দ্রীকরণ'। কোনো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও বিকাশ ভারতীয় রাজনৈতিক দলব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বাধীন ভারতের রাজনীতির অন্যতম নির্ধারক হল সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব। প্রথম দিকে কংগ্রেস দল নেহেরুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধির প্রভাব বাড়লে তাঁর নামেই কংগ্রেস দলের নতুন নামকরণ করা হয় কংগ্রেস (ই)। নেহেরু এবং তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধির এই সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের প্রতি জনসাধারণের প্রগাঢ় আস্থা থাকার সুবাদে রাজীব গান্ধির পক্ষে ভারতীয় রাজনীতিতে জায়গা করে নিতে অসুবিধা হয়নি। বর্তমানে রাজীব-পত্নী সোনিয়া গান্ধি যে কংগ্রেস সভানেত্রী হয়েছেন, তা সেই পারিবারিক ঐতিহ্যের পথ ধরেই। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সম্মিলিত সরকার গঠনের প্রবণতা। ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে সম্মিলিত সরকার গঠনের প্রয়াস শুরু হয় এবং কোথাও কোথাও সফলও হয়। শুধু রাজ্যগুলিতে নয়, কেন্দ্রেও এই সম্মিলিত সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে। ১৯৯৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর কেন্দ্রে দেবগৌড়ার নেতৃত্বে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়, সেটি ১৩টি দলের মিলিত সরকার। অতঃপর ১৯৯৮, ১৯৯৯ এবং ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর যথাক্রমে গুজরাল, বাজপেয়ী এবং মনোমোহনের নেতৃত্বে কেন্দ্রে সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়। ধর্মের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন ভারতীয় রাজনীতির তথা রাজনৈতিক সংস্কৃতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য। ভারতে মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, অকালি দল, শিবসেনা - প্রভৃতি যেসব দল রয়েছে তার প্রত্যেকটি কোন না কোন ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আবার বি. জে. পি-র মতো দল ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত না হলেও, ধর্মকে হাতিয়ার করে ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ -এর মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যথেষ্ট সফল হয়েছে,[৬] সাম্প্রতিককালে সাম্প্রতিককালে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে বিষাক্ত করে তুলেছে তার মূলে রয়েছে এইসব দলের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি। ভাষাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে যেসব রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডি. এম. কে., গোর্খা লীগ, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি প্রভৃতি। ভাষাকে কেন্দ্র করে হামেশাই ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের উত্তরাংশের সঙ্গে দক্ষিণাংশের যে ঠান্ডা লড়াই চলে আসছে তা এই ভাষাকে কেন্দ্র করেই। ভারতে বেশকিছু উগ্রপন্থী সংগঠন রয়েছে। লস্কর-ই-তৈবা, হিজবুল মুজাহিদিন, আলফা, টি. এ. ভি. প্রভৃতি এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম প্রভৃতি অঞ্চলে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি উগ্রপন্থীদের জঙ্গী আন্দোলন ভীষণভাবে সক্রিয়। ভারতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পাশাপাশি যে উপসংস্কৃতির উপাদানও রয়েছে, এইসব উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির জঙ্গী আন্দোলনের মাধ্যমে তা অভিব্যক্ত হয়। অধ্যাপক অমল কুমার মুখোপাধ্যায় ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালে ভারতীয় রাজনীতির একটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সেটি হল চলমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক মানুষের, এমনকি শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও আস্থাহীনতা এবং ঔদাসীন্য। এর কারণ হিসাবে তিনি মূল্যবোধের অভাবকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, -

> "প্রায় দু'দশক ধরে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় রাজনীতিতে ক্রমশই মূল্যবোধকে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে।"[৭]

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুখে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্যের কথা বললেও, কার্যত তাঁরা এই আনুগত্যকে অস্বীকার করছেন। তিনি আরও বলেছেন, রাজনীতির সর্বোচ্চ স্তরে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে এবং গণতান্ত্রিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 129
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1040 - 1045
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নির্বাচনের বৈধতা নিয়েও জনমনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা দিয়েছে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সর্বস্তরের মানুষের মনে এমন একটা ধারণা জন্মেছে যে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও তাঁরা এই মূল্যবোধহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক কাঠামোটিকে বদলাতে পারবেন না। এই ঔদাসীন্য ও আস্থাহীনতা থেকে ইদানীং ভারতবর্ষে নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রসার লাভ করছে। সবশেষে ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনো সুসংবদ্ধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়নি। যেসব সমাজবিজ্ঞানী এ সম্পর্কে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মরিস জোন্স এই পরিস্থিতিকে ‘মতৈক্যের অভাব’- বলে অভিহিত করেছেন।[৮]

## Reference:

১. Jha, M. K., and K. N. Choubey. Indian Politics and Political Processes: Ideas, Institutions and Practices. Routledge, 2024, p. 57

২. Dev, R. “The Dynamics of Indian Political Culture: Analytical and Contemporary Perspectives.” Journal of Administrative Development, 2025, p. 62

৩. Khilnani, Sunil. The Idea of India. Farrar, Straus and Giroux, 1997, p. 114

৪. Vanderbok, William. “Political Culture and Development: Some Pervasive Themes in the Study of Indian Politics.” Modern Asian Studies, Cambridge University Press, 1978, pp. 145-149

৫. Singh Sisodia, Yatindra, et al., editors. State Politics in Contemporary India: Conundrums and Possibilities. Routledge, 2026, p. 142

৬. Bose, Sugata, and Ayesha Jalal. Modern South Asia: History, Culture, Political Economy. 5th ed., Routledge, 2023, p. 210

৭. Chowdhury, Debasish Roy, and John Keane. To Kill a Democracy: India’s Passage to Despotism. Oxford University Press, 2021, p. 92

৮. Mitra, Subrata K. Politics in India: Structure, Process and Policy. 2nd ed., Routledge, 2017, pp. 59-65